সিহরের রুকইয়ার আয়াত (অর্থসহ)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সুরা আরাফ, আয়াত: ১১৭-১১২

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ﴿۱۱۷﴾
فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ﴿۱۱۸﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا
صٰغِرِيْنَ ۚ﴿۱۱۹﴾ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۚ﴿۱۲۰﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱۲۱﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

অর্থ: (১১৭) তখন আমি মূসাকে আদেশ দিলাম যে, তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ করো; আর অমনি তা তাদের বানানো বস্তুগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল। (১১৮) ফলে সত্য প্রমাণিত হল আর তাদের কর্মকাণ্ড অকার্যকর হয়ে গেল। (১১৯) এভাবে তারা সেখানে পরাভূত হল এবং লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল। (১২০) যাদুকরেরা সেজদায় পড়ে গেল। (১২১) তারা বলল, "আমরা বিশ্বপ্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি; (১২২) যিনি মূসা ও হারূনের প্রভু।"

সুরা ইউনুস, আয়াত: ৮১-৮২

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ
لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۸۲﴾

অর্থ: (৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল, "তোমরা যা এনেছো তা যাদু। অচিরেই আল্লাহ তা নস্যাৎ করে দেবেন। আল্লাহ তো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কর্ম ঠিক রাখেন না। (৮২) এবং অপরাধীরা পছন্দ না করলেও আল্লাহ তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন।"

সুরা ত্বহা, আয়াত: ৬৯

وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾

অর্থ: তুমি তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো, (দেখবে) তারা যা কিছু তৈরী করেছে এটা তা সব গিলে ফেলবে। তারা যা তৈরী করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেখানেই আসুক (যাদুবিদ্যায় যতই পারদর্শী হোক), সফল হয় না।"

সুরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থ: (১) বল, "আল্লাহ এক ও একমাত্র। (২) আল্লাহ চিরন্তন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। (অর্থাৎ তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন।) (৪) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

সুরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ؕ﴿۵﴾

অর্থ: (১) বল, "আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় চাই (২) তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে, (৩) অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা নেমে আসে, (৪) সেই মহিলাদের অনিষ্ট থেকে যারা (যাদু করার জন্য) গিরায় ফুঁ দেয় (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

সুরা নাস

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰہِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

অর্থ: (১) বল, "আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভুর, (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের উপাস্যের; (৪) আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, (৫) যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়, (৬) (এই কুমন্ত্রণাদাতা হতে পারে) জ্বিন বা মানুষের মধ্য থেকে।"

Ruqyah Shariyah : Ayatus Sihr

www.ruqyahbd.org

1st Edition: 30 – March – 2020

For detailed info, visit: *www.ruqyahbd.org*

For support regarding ruqyah: *facebook.com/groups/ruqyahbd*